প্র ব ন্ধ

করোনায় জলবায়ু ও পরিবেশে পরিবর্তন

শ ও ক ত হো সে ন

যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ক্লাইমেট, হেলথ অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল এনভায়ার্নমেন্ট'-এর পরিচালক আরন বার্নস্টাইন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, স্বাস্থ্যকে পরিবেশ নীতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চরম এক বিপজ্জনক ভুল।

সেখানে প্রশ্ন আসতে পারে, সংক্রামক রোগ হিসেবে করোনাভাইরাসের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে **?** যার জবাব হলো, না, প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে, এ রকম কোনো প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু 'করোনাভাইরাস: ১৯' মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে আর সেই প্রভাব এসে জলবায়ু পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করেছে, সে সত্য সহজেই প্রমাণিত।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে মানুষ তাদের প্রতিদিনের আচরণ এবং স্বভাবসুলভ কাজগুলোতে পরিবর্তন আনছে। এতে করে পরিবেশের ওপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব গিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশে 'লকডাউন অবস্থা' জারির ফলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছিলো; যে 'লকডাউন অবস্থা' তুলে নিলেও এখনো সার্বিকভাবে কর্মমন্দা পরিস্থিতি প্রায় কোনো স্থানেই কাটেনি। এই লকডাউন ও সার্বিক কর্মমন্দার ফল হিসেবে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন হার অনেক কমেছে, পাশাপাশি কমেছে দূষণের মাত্রাও।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ওয়েবসাইট 'কার্বন ব্রিফ'-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, করোনায় লকডাউন ও কর্মমন্দা পরিস্থিতির কারণে চীনে প্রায় ২৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমে গেছে। প্রায় একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রেও। যার সত্যতা যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকী 'সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান'-এর এক প্রতিবেদনে পাওয়া গিয়েছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, করোনাভাইরাসের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও, এ দুয়ের মাঝে পরোক্ষ সম্পর্ক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

'কোপারনিকাস অ্যাট-মোস্ফিয়ার মনিটরিং সার্ভিস' বা সিএএমএস ও 'কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস' বা সিএলএস নিশ্চিত করেছে, লকডাউনের কারণে কার্বন নিঃসরণ কমে আসায় পৃথিবী নামক গ্রহটির ওজন-স্তরে যে বিশাল ক্ষত বা গর্ত তৈরি হয়েছিল, তা পৃথিবী নিজেই সারিয়ে তুলছে।

করোনা পরিস্থিতির কিছুকাল আগে বরফে ঢাকা উত্তর মেরুর আকাশে ওজন স্তরে ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ বর্গকিলোমিটারের একটি বিশাল গর্ত তৈরির কথা জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। যে গর্ত দক্ষিণের দিকে মোড় নিলে সরাসরি হুমকির মুখে পড়তো বিশ্ববাসী। করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে এপ্রিলের শুরুতে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এরকম ভয়াবহ ঝুঁকি থেকেও রেহাই পাচ্ছে পৃথিবী।

একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা 'মন্ট্রিল প্রোটোকল' নামে পরিচিত; ১৮০টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তি অনুযায়ী দেশগুলি সিএফসি-র মতো রাসায়নিক উৎপাদন কমাতে সম্মত হয়। এভাবে সিএফসি-র মতো রাসায়নিক উৎপাদন কমানোর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ওজন-স্তরের ক্ষয়পুরণ আংশিক হয়েছিলো, বাকিটা হয়তো করোনা পুরণ করে দিলো।

যেখানে করোনা ভাইরাসের কারণে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সেই শঙ্কায় পড়েছে মানুষ, সেখানে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে বিশ্ব-পরিবেশ। সমুদ্রের মাছ, ডলফিনসহ শত-সহস্র প্রাণ যেন মানুষের থাবা থেকে এই প্রথম স্বাধীন হলো! মানুষের পদচারণা না থাকায় সমুদ্রের পারে গজিয়েছে নতুন নতুন লতা, ঘাস, গুল্ম আর ছোট ছোট অজস্র গাছপালা। একইভাবে পৃথিবীর আকাশ তার আসল রূপ যেন ফিরে পেয়েছে। অনেক দেশেরই ঘোলাটে আকাশ স্বচ্ছ নীলবর্ণ ধারণ করেছে। পৃথিবীর পাখিরা যেন এই প্রথম শিকারীর ভয় থেকে গাছ থেকে গাছে, ফুল থেকে ফুলে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে একেবারে মুক্ত বাতাসে প্রাণ খুলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে!

দূষণমুক্তের ফলে যে-সকল দেশে এরকম দৃশ্য কম-বেশি দেখা গেছে, সে-সকল দেশের মধ্যে চীন, ইতালি, ভারত, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল অন্যতম। এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের উত্তরাঞ্চলও এর মধ্যে রয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চীনের উহান থেকে এই ভাইরাসের বিস্তার শুরু হলেও বাংলাদেশে এর প্রভাব দেখা দিয়েছে মার্চ ২০১৯-এর মাঝামাঝি সময়ে। করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ ও সংক্রমণ-পরবর্তি উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্ব পরিস্থিতির এই সংকটময় মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও ভর করেছে করোনা আতঙ্ক আর উদ্বেগ।

ফলে ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখানেও লকডাউন পরিস্থিতি জারি ছিলো। তখন অনেকটাই ফাঁকা পড়েছিলো শহরগুলোর ব্যস্ত পরিসরও। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন তুলে নিলেও, মানুষের জীবন ফিরে পায়নি স্বাভাবিক গতি। ফলে লকডাউন ও তার পরবর্তি কর্মমন্দা পরিস্থিতির কারণে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে পরিবহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া । এতে করে কমেছে ঢাকারসহ বড় বড় শহরের বাতাস ও শব্দের দূষণ। যে দূষণমুক্তির কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাচ্ছে এবং আরও পাবে ঢাকা নগরবাসী।

যদিও বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশের তালিকায় ভারত ও চীনের পরে বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে। অন্যদিকে, বড় শহরগুলোর মধ্যে দূষণের দিক দিয়ে বিশ্বে রাজধানী ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। আর 'ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল বার্ডেন ডিজিজ প্রজেক্ট'-এর প্রতিবেদনে বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বায়ুদূষণকে চার

নম্বরে দেখানো হয়েছে। বায়ুদূষণের কারণে বিশ্বে প্রতি বছর ৫৫ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কার্যকরী পদক্ষেপ ও জনসচেতনতা না বাড়ালে ভবিষ্যতে ভয়াবহ বায়ুদূষণে পড়তে পারে বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে ঢাকার বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হিসেবে এ শহরের চারপাশে অবস্থিত ইটভাটাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। করোনায় শহরের যানবাহন, শহরের আশপাশের নানাবিধ কারখানা বন্ধ থাকলেও এখানকার ইটভাটাগুলো বন্ধ ছিলো না। সে কারণে করোনায় ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় বায়ুর দুষণ-মুক্তি, আশানুরূপভাবে ঘটেনি।

এতো কিছুর পরেও বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার বাতাসের দূষণ বেশ খানিকটাই কমেছে। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে, বায়ুর মান শূন্য থেকে ৫০ থাকা মানে বায়ু স্বাস্থ্যকর। ৫০ থেকে ১০০ হচ্ছে সহনীয় অবস্থা। ১০০ থেকে ১৫০ সংবেদনশীল, ১৫০ থেকে ২০০ অস্বাস্থ্যকর, ২০০ থেকে ৩০০ খুবই অস্বাস্থ্যকর, ৩০০ থেকে ৫০০ হচ্ছে বিপদজনক অবস্থা।

সেখানে স্বাভাবিক সময়ে ঢাকায় বায়ু দূষণের মাত্রা ২৫০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে, করোনার মধ্যে পর পর কয়েক দিন ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল ১৯৫ ও ১৫৭-এর মধ্যে।

সুতরাং বলাই যায়, জীবনযাত্রাকে থমকে দেয়া করোনা ভাইরাস, প্রকৃতিতে যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। করোনার কারণেই ঢাকার আকাশে খেলা করছে নীল ও সাদা মেঘ, রাতের আকাশে মিটি মিটি করে স্বচ্ছ আকাশে জ্বলছে তারকারাজি। গাছে গাছে বেড়েছে সবুজ। যেন নগরবাসীর আত্মোপলব্ধিকে কিছুটা হলেও জাগিয়ে তোলার এ এক অপার কৌশল প্রকৃতির।

অন্যদিকে ‘পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারেও নেই কোন কোলাহল। সৈকতের বুকে জনমানবের পদচারণা না থাকায় নীরবে সবুজ গালিচা তৈরি করায় ব্যস্ত 'সাগরলতা'। সবুজ এ গালিচায় ফুটেছে অগণিত জাতের নাম না জানা বাহারি রঙের সব ফুল। বাসা বেঁধেছে লাল কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক ও গাঙ কবুতরের দল। সাগরপাড়ে রয়েছে কচ্ছপের অবাধ বিচরণ। সমুদ্রের বিশাল বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কচ্ছপের দল। বালুর মধ্যে ডিম পাড়ছে তারা। বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় থাকা সামুদ্রিক এ কচ্ছপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, বিশেষ করে খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া সাগরের ময়লা-আবর্জনা খেয়ে পানি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এসব কচ্ছপ। অন্যদিকে, বহু বছর পর সমুদ্রে ডিগবাজিতে মেতেছে ডলফিন। এ দৃশ্য শুধু কক্সবাজারে নয়, বরং একই ধরনের মনোরম দৃশ্য সমুদ্র-সৈকত কুয়াকাটাতেও।’

তবে, ইতিহাসবিদগণ বলছেন, করোনা পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার পর কার্বন নিঃসরণের হার তার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারে, যদি না পৃথিবীর চলমান এই সভ্যতা তার ভোগ ও অতি ভোগ-সম্বলিত আচরণ থেকে বেরিয়ে আসে।

ইতিহাসবিদদের মতে, করোনার মতো এমন পরিস্থিতি আগে কখনোই আসেনি— বিষয়টি মোটেও এমন নয়। ফলে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কেটে গেলে মানুষ যদি আবার আগের মতোই তার বল্গাহীন জীবনে

ফিরে যায়, তাহলে কার্বন নিঃসরণ নিম্নমুখী আর হয়তো থাকবে না। যদি না রাষ্ট্রগুলো করোনার এই দুঃসময় থেকে শিক্ষা নিতে পারে!

গত ২৯ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সে দেয়া এক বক্তব্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, করোনা পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এ সময় তিনি আরো বলেন, এই সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন সাহসী ও সহযোগিতামূলক নেতৃত্ব। তিনি আরও বলেন, শ্রেষ্ঠতর পৃথিবী গড়তে বিরল এক সুযোগ পেয়েছেন বিশ্ব নেতারা। একইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক হুমকি মোকাবেলায় তাদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বানও জানান। এছাড়া মহামারী থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হলে মানুষের নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও সহিষ্ণু পৃথিবী গড়ে তোলারও আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব।

সবশেষে বলা যায়, খুব কম সময়ের মধ্যেই মানুষের আচরণের ভেতরে আমূল পরিবর্তন ঘটছে বটে, কিন্তু সেই পরিবর্তন কতকাল স্থায়ী হবে সেটা এখন বড় প্রশ্ন! নিজেদের স্বার্থে পরিবেশ সচেতন হওয়ার কিংবা পরিবেশ নিয়ে ভাবা-চিন্তা করবার নতুন এই সুযোগ আমরা দীর্ঘমেয়াদে কাজে লাগাতে পারবো কিনা সেটিই এখন দেখবার বিষয়।

[লেখক পরিচিতি: কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক, হালখাতা ও গোলাঘর।]

....